মেহেরপুরের কাঁচা বাজারে কিছুটা স্বস্তি

শীতের শুরুতে পর্যাপ্ত সরবরাহ থাকায় ও কয়েক দফা অবরোধের কারনে মেহেরপুরে উৎপাদিত সবজি জেলার বাইরে না যেতে পারায় মেহেরপুর শহরে কাঁচা বাজারে সবজির দাম নিয়ে ক্রেতাদের মধ্যে স্বস্তি দেখা গেছে।

গতকাল শুক্রবার ছুটির দিনে মেহেরপুর বড় বাজারের আড়ৎ ও কাচা বাজার ঘুরে দেখা গেছে,গত এক সপ্তাহ ধরে সব সবজির দাম বিগত অর্ধেকে নেমে এসেছে।ব্যাবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, পাইকারি বাজারের দামের সঙ্গে সমন্বয় করে শীতকালীন শাকসবজি বিক্রি করছেন তারা। তবে বিক্রেতারা বলছেন বাজারে সকল পণ্যের দাম কমলেও একই সাথে ক্রেতার সংখ্যাও কমে গেছে।

সরেজমিনে বড়বাজার কাঁচাবাজারে যেয়ে দেখা যায়,গত সপ্তাহে সীম বিক্রি হয়েছিল ১২০ টাকা কেজি আর এই সপ্তাহের ৩০ টাকা , কচুর দাম ১০০ টাকা কেজি থেকে কমে ৩০ টাকা, আলু ৬০ টাকা কেজি থেকে কমে হয়েছে ৪৫ টাকা কেজি, লাউ এর দাম ৫০ টাকা থেকে কমে ৩০ টাকা পিস, ফুলকপি ৮০ টাকা থেকে কমে হয়েছে ২০ টাকা কেজি, বেগুন ৮০ টাকা কেজি থেকে কমে হয়েছে ৩০ টাকা, পালংশাক ৮০ টাকা কেজি থেকে কমে ৩০ টাকা কেজি। এছাড়াও সব সবজির তুলনামূলক কমলেও অধিকাংশ বিক্রেতা বলেছেন পণ্যের দাম কমার পর বাজারে ক্রেতার সংখ্যা না বেড়ে উপরন্ত অনেক কমে গেছে।

কাঁচা বাজারের বাজার করতে আসা ফারুক নামের এক ক্রেতা বলেন, অনেকদিন পর বাজার করতে এসে আজকে কিছুটা স্বস্তি পেলাম। সকল পন্যের দাম অনেকটা সহনীয়।

হোস্টেলে থাকা কলেজ ছাত্রী নিসাত বলেন, আমরা সপ্তাহে দুইবার বাজারে আসি। এ সপ্তাহে বাজারে অনেক নতুন সবজি উঠেছে, দামও তুলনামূলক ভাবে গত সপ্তাহের তুলনায় অনেক কম।

মেহেরপুরে আওয়ামী লীগের বিভক্তির দায় জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর- আব্দুল মান্নান

সম্প্রতি একটি জনসভায় মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আব্দুল মান্নান দাবি করেছেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের আজকের যে বিভক্তি এর সম্পূর্ণ দায় মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের।

তিনি আরও বলেন, ‘আগামী নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আবার ক্ষমতায় আনতে হবে, ভোট নৌকায় দিতে হবে। জামায়াত-বিএনপির নৈরাজ্যের পাশাপাশি আরেকটি নৈরাজ্য গত ১০ বছর ধরে মেহেরপুর জেলাকে গ্রাস করছে। মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের আজকের যিনি সভাপতি, তিনি মনে করেন আওয়ামী লীগের সিনিয়র নেতাদের কোন সিএস-আরএস রেকর্ড নাই। উনি মনে করছেন সিএস-আরএস রেকর্ড সব উনার। আজকের সভাপতি জেলা আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং ডাকেন না। নেতা কর্মীদের সাথে কথা বলতে চান না। আজকে আওয়ামী লীগের বিভক্তি হওয়ার পরও তিনি দলের সিনিয়র নেতাদের একবারও আলোচনার জন্য আহ্বান জানাননি। আমাদের সিদ্ধান্ত আমরা মেহেরপুরে আওয়ামী লীগের মনোনয়নে পরিবর্তন চাই। পরিবর্তন করে দলীয় সভানেত্রী যাকে মনোনয়ন দেবেন তার পক্ষে সম্মিলিতভাবে কাজ করে আমরা নৌকাকে বিজয়ী করবো। বিভিন্ন সংস্থা, গোয়েন্দা সংস্থার দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের ও সাংবাদিকদের আমি অনুরোধ করছি আপনারা আওয়ামী লীগের সভানেত্রীর কাছে তুলে ধরুন।আমরা পরিবর্তন চাই।’

মেহেরপুরে আলুর বীজের চড়া দামে লোকসানের শঙ্কায় কৃষক

মেহেরপুরে চলতি মৌসুমে আলুর বীজের দাম দ্বিগুণ হওয়ায় পণ্যটি চাষ করে লাভ তোলা নিয়ে শঙ্কায় রয়েছেন কৃষকরা।সরকারিভাবে গত বছর

কার্ডিনাল ও ডায়মন্ড আলুর বীজ ৩০ থেকে ৩২ টাকা এবং এরিস্টন জাতের আলুর বীজ বিক্রি হয় ৩৫ টাকা কেজিতে।

সেখানে চলতি বছরে কার্ডিনাল ও ডায়মন্ড আলুর বীজ সরকারি দাম নির্ধারণ করা হয় ৫৬ টাকা। আর এরিস্টন জাতের আলুবীজ বিক্রির দাম নির্ধারণ করা হয় ৬০ টাকা। অথচ খুচরা বাজারে ডায়মন্ড আলু বিক্রি হচ্ছে ৬৫ টাকা করে। আর এরিস্টন বিক্রি হচ্ছে ৭০ টাকা করে। কার্ডিনাল আলুর বীজ বিএডিসি কর্তৃক শেষ হওয়ায় বাজারে তার দেখা মিলছে না।

কৃষকদের বিঘাপ্রতি জমিতে আলু চাষের জন্য ছয় মণ হারে বীজের প্রয়োজন হয়। এর সঙ্গে অন্যান্য খরচ যোগ করলে এক বিঘা আলু চাষে কৃষকের বতর্মান সময়ে খরচ পড়বে ২৫ থেকে ৩০ হাজার টাকা করে, গত বছর যেটি ছিল ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকা।

কৃষকদের অভিযোগ, দ্রব্যমূলের ঊর্ধ্বগতির দোহাই দিয়ে ব্যবসায়ীরা সিন্ডিকেটের মাধ্যমে আলুর দামে বাড়িয়েছে, যার ফলে বেড়ে গেছে আলুবীজের দাম। বাজারে সব জিনিসের দাম বাড়ার পাশাপাশি অধিক দামে আলুবীজ কিনে চাষ করার পরে যখন আলু উৎপাদন শেষে বাজারে বিক্রি করতে যান, ঠিক তখনই আলুর দাম কমে যায়। তখন উৎপাদন খরচ বেড়ে যাওয়ায় লোকসানে পড়তে হয়।

আর কৃষি বিভাগ বলছে, বতর্মানে আলুর বাজারদর একটু বেশি থাকায় বীজের দাম বেড়েছে। উৎপাদন বাড়লেই আলুর দাম কমে যাবে। তা ছাড়া আলুর বীজের তেমন কোনো সংকট নেই।

মেহেরপুরের গাংনীর কাজিপুর গ্রামের কৃষক হাকিম আলী বলেন, ‘আমরা গত বছর প্রতি কেজি আলুর বীজ কিনেছি ৩০ থেকে ৩৫ টাকা করে। এ বছর তার দাম বেড়ে হয়েছে ৬৫ থেকে ৭০ টাকায়। ৩০ টাকায় বীজ কিনে আলু উৎপাদন করেও গত বছর আলুর বাজারে দাম কম পাওয়ায় লোকসান হয়েছে। আর এ বছর সার, কীটনাশক, সেচ, শ্রমিক ও বীজের দাম বেশি। তাতে উৎপাদন খরচ বেড়ে গেছে।

বতর্মানে এক বিঘা আলু চাষ করতে প্রায় ৩০ হাজার টাকার প্রয়োজন পড়বে, যা সব কৃষকের পক্ষে জোগাড় করা এক প্রকার অসম্ভব।

নওদাপাড়া গ্রামের কৃষক রাজা আহমেদ বলেন, ‘নিম্ন আয়ের মানুষ যেটিই পছন্দ করবে, তারই দাম বেড়ে যাবে। মনে করছিলাম এ বছর দুই বিঘা জমিতে আলুর চাষ করব, তবে আলুর বীজের যে দাম, তাতে করে আলু চাষ

করে জয়ী হওয়া যাবে না। বর্তমানে সার, বীজ, বিষ ও জমির লিজ খরচ দিয়ে আলু চাষে যে পরিমাণ খরচ হবে, ভরা মৌসুমে আলু বিক্রি করে সেই টাকা উঠবে না। কারণ আমাদের যে সময় আলু উৎপাদন শেষে বাজারে নিয়ে যাব, তখন আলুর দাম একবারে কমে নিচে গিয়ে ঠেকবে। আর তখনই লস হবে।

আলু বীজ বিক্রেতা আবদুল মালেক বলেন, ‘এ বছর বীজ অথবা খাবার আলু দুটোর দামই বেশি। গতবার আমরা যে আলুর বীজ এই সময় ৩০ থেকে ৩২ টাকায় বিক্রি করেছি, এবার তার দাম বেড়ে দ্বিগুণ হয়ে গেছে। ফলে অনেক চাষিই আলু চাষে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে।

‘কেননা এত টাকা খরচ করে আলু উৎপাদন শেষে বাজারে বিক্রি করার সময় কৃষকরা আলুর দাম পায় না।’

এ বিষয়ে জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ অফিসার মো. সামসুল আলম বলেন, ‘চলতি মৌসুমে আলু বীজের দাম অন্য বছরের তুলনায় বেশি। কারণ বাজারে খাওয়ার আলুর দাম বেশি হওয়ায় এমনটি হয়েছে।

‘জেলায় এ বছর ৮৬০ হেক্টর জমিতে আলু চাষের সম্ভবনা রয়েছে, যা কিনা গত বছরের সমান। কৃষকরা যত বেশি আলু চাষ করবে, তত বেশি উৎপাদন বাড়বে। উৎপাদন বাড়লেই আমদানি নির্ভরতা কমবে এবং আলুর বাজারদর কমে আসবে। তাই উৎপাদনের বিকল্প নেই।

মেহেরপুরে তিন প্রতিষ্ঠানে পন্য সরবরাহ বন্ধের ঘোষণা পরিবেশক সমিতির

মেহেরপুর শহরের তিনটা প্রতিষ্ঠানে পন্য সরবরাহ বন্ধের ঘোষণা করেছে জেলা পরিবেশক সমিতি।

শুক্রবার বিকালে পরিবেশক সমিতির কার্যালয়ে এক জরুরি সভা শেষে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। শহরের হোটেল বাজারের কালাম ব্রাদার্স মুদি, নিউ বম্বে কনফেকশনারি ও আদি বম্বে এই তিনটি প্রতিষ্ঠানে

সকল ধরনের মালামাল সরবরাহ বন্ধ করা সিদ্ধান্ত নিয়েছে পরিবেশক সমিতি।

জানা গেছে, গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে এসিআইয়ের কনজ্যুমার ব্যান্ডের মেহেরপুর বিক্রয় প্রতিনিধি মোঃ তারেক আজিজ কে কালাম ব্রাদার্স মুদি প্রতিষ্ঠানের মালিক কালু বিহারী কর্তৃক বিভিন্নভাবে হুমকি ধামকি প্রদান করে এবং শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে। পরে এসিআই এর বিক্রয়় প্রতিনিধি তারেক আজিজ মেহেরপুুর জেলা পরিবেশক সমিতির কােছে অভিযোগ দাখিল করে। এরই প্রেক্ষিতে জেলা পরিবেশক সমিতির জরুরী সভায় তিনটা প্রতিষ্ঠানের পণ্য সরবরাহ বন্ধের ঘোষণা দেন।

এসিআই এর মেহেরপুর বিক্রয় প্রতিনিধি তারেক আজিজ জানান, আমি সততার সাথে এসিআই কোম্পানির পন্য মেহেরপুর শহরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অর্ডার কালেকশন করি। গত বৃহস্পতিবার বিকেলে আমি কালামব্রাদার্সের মুদি দোকানে যাই সরবরাহকৃত পন্যের টাকা নিতে। দোকান মালিক কালু বিহারী আমাকে বলেন আমার দোকানে কোন বাকি নাই। টাকা পরিশোধ করে দিয়েছি। এই কথা বলায় আমি তাহাকে বলি আপনি টাকা দেননি। টাকা চাওয়াকে কেন্দ্র করে দোকান মালিক আমার গায়ে হাত তোলে। পরে আমি মেহেরপুর জেলা পরিবেশক সমিতিতে একটি অভিযোগ দাখিল করি।

শহরের কালাম ব্রাদার্স এর মালিক কালু বিহারী ঘটনার স্বীকার করে বলেন, কিছু বিষয় নিয়ে কথা কাটাকাটি হয়। সে আমাকে মেরেছে আমিও মেরেছি।

জেলা পরিবেশক সমিতির সভাপতি মোঃ হাসেম আলী জানান, ঘটনাটি শোনার পর পরে আমি আমার পরিবেশক সমিতির সকল সদস্যকে জরুরি মিটিং আসতে বলি। সমিতির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কালাম ব্রাদার্স সহ তিনটি প্রতিষ্ঠানে সকল ধরনের পণ্য সরবরাহ বন্ধের ঘোষণা দিয়েছি।

পরিবেশক সমিতির জরুরি সভায় সভাপতি হাসেম আলী সভাপতিত্ব উপস্থিত ছিলেন সমিতির উপদেষ্টা আজিজুর রহমান, গোলাম মোস্তফা, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক, নির্বাহী সদস্য সাদরুল ইসলাম নাহিদ, নুরুজ্জামান, মেহেদী হাসান পলাশ, ওমর ফারুক, সোমেল রানাসহ সমিতির অনান্য সদস্যগন।

মেহেরপুরে অবরোধে পর্যটন হোটেলে ধ্বস

হরতাল-অবরোধে মেহেরপুরে পর্যটন, আবাসিক হোটেল ও হোটেল রেস্তোরাঁ ব্যবসায় ধ্বস নেমেছে। রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে স্বাধীনতার পূন্যভূমি মুজিবনগর ও কৃষিনির্ভর মেহেরপুরে আবাসিক হোটেলগুলোতে অতিথি কমে যাওয়ায় এই মন্দাভাব দেখা দিয়েছে। হোটেল রেস্তোরাঁগুলোতেও ভোক্তার অভাব দেখা দিয়েছে।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, হরতাল-অবরোধের কারণে মুজিবনগরে পর্যটকশূন্য হয়ে পড়েছে। সেখানে শতাধিক প্রান্তিক ব্যবসায়ী পর্যটকের অভাবে তাদের ভাসমান দোকান গুটিঁয়ে রেখেছে। একই সঙ্গে কমেছে ব্যবসাসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সভা, সমিতি ও সেমিনার। যার ফলে হোটেল ব্যবসায় মন্দাভাব নেমে এসেছে। শহরের অন্যতম রেস্তোরাঁ ‘লা-ভোগ’ এই শীতের শুরু থেকেই বিভিন্ন সেমিনার, ছোট ছোট পার্টির অনুষ্ঠানে মুখর থাকতো। সেখানে সেসব অনুষ্ঠানও বন্ধ হয়ে গেছে। প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী আনোয়ারুল হক কালু জানান ব্যবসা-বাণিজ্যসংক্রান্ত সভা, সেমিনার, জন্মদিবস পালনের অনুষ্ঠান কমে গেছে। অবরোধে অনাকাঙ্খিত ঘটনা ঘটতে পারে আশঙ্কায় হোটেল রেস্তোরাঁতে কেউ অনুষ্ঠান করতে চাচ্ছেনা। ফলে তাদের ব্যবসায় এতটাই ধ্বস নেমেছে যে- স্টাফদের বেতন বন্ধ হবার উপক্রম। মুজিবনগর পর্যটন এলাকায় ব্যক্তি উদ্যেগে গড়ে উঠেছে ‘অনন্যা’ ও ‘মনোরমা’ নামের দুটি মিনি চিড়িয়াখানা। মনোরমা চিড়িয়াখানার মালিক হাসানুজ্জামান লাল্টু জানান- পর্যটক শূন্য হয়ে পড়েছে মুজিবনগর। পর্যটক না পাওয়াতে চিড়িয়াখানার কর্মরত লোকবলের বেতন হয়তো বাকী রাখা যাবে কিন্তু প্রাণীদের খাবারের চাহিদা মেটাতে হচ্ছে ধার দেনা করে।

আবাসিক হোটেলগুলোতে গত ১০দিন কোন রুমে অতিথি মেলেনি। কৃষি নির্ভর মেহেরপুর জেলা থেকে বিভিন্ন ধরণের সবজি সংগ্রহে ঢাকা, চিটাগাং, বগুড়া, সিলেটসহ বিভিন্ন জেলার বিপুলসংখ্যক মানুষ মেহেরপুরে আসেন। মুজিবনগর স্মৃতিসৌধে পর্যটন এলাকায় এই সময় প্রতিদিন দেশ বিদেশের মানুষের ঢল নামে। তাঁরা মাঝারি মানের

আবাসিক হোটেলগুলোর প্রধান গ্রাহক। কিন্তু এখন তাঁদের আসাও বন্ধ রয়েছে। বুধবার মুজিবনগর পর্যটন আম্রকাননে গিয়ে দেখা যায় পসরা সাজিয়ে বিভিন্ন ধরণের সামগ্রি বিক্রেতারা তাদের পন্য রিক্সা ভ্যানে গুটিয়ে পলিথিনে ঢেকে রেখেছে। সেখানে তাদের কোন বিক্রেতার দেখা মেলেনি। জেলা শহরের আবাসিক ‘সোহান গেস্ট হাউজ’ মালিক ওবায়দুর রহমান জানান, গত দশদিনে গেস্ট হাউজে কোন অতিথি আসেনি। হরতাল অবরোধ প্রত্যাহার না হলে মাস শেষে বিদ্যুৎ বিল ও স্টাফদের বেতন দিতে হবে পুঁজি ভেঙ্গে। শহরের অন্যতম আবাসিক হোটেল ‘ফিন টাওয়ার’ এর একই অবস্থা অতিথি সংকটে।

ভোক্তা সংকটে ‘গ্রিণ ফুড’ রেস্তোরাঁ বন্ধ হয়ে গেছে। মেহেরপুর জেলা শহরের অন্যান্য হোটেল রেস্তোরাঁগুলোতে প্রতিদিন দুপুর ও রাতের খাবারের অতিথিও কমে গেছে বলে জানা গেছে। ক্ষতিগ্রস্থ এসব প্রতিষ্ঠানের মালিকেরা হরতাল অবরোধ প্রত্যাহারের বিকল্প পথে যাবার জন্য দাবি জানিয়েছে।

গাংনীতে মালচিং ব্যবহার প’দ্ধতির পরামর্শ ও উপকরণ বিতরন

গাংনীর পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস)-এর ‘‘পলাশীপাড়া শাখাতে সংস্থার সমন্বিত কৃষি ইউনিট এর কৃষি খাতের আওতায়, পরিবেশবান্ধব মালচিং পেপার ব্যবহার করে উচ্চমুল্যের ফসল চাষ,উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে আন্তফসল/সাথি ফসল প্রদর্শনীর আওতায় ৬ জন উপকারভোগীর মাঝে উপকরণ বিতরণ করা হয় ।

বিতরণকৃত উপকরণ সমূহের মধ্যে ছিল ৪ রোল পরিবেশবান্ধব মালচিং পেপার, ট্রাইকো-কম্পোস্ট সার, রাসায়নিক সার, কিটনাশক, মাইক্রো নিউট্রিয়েন্ট, লাউয়ের বীজ, স্কোয়াশের বীজ, লালশাকের বীজ, ভুট্টার বীজ, পালংশাকের বীজ, বেগুনের চারা সহ প্রয়োজনীয় উপকরণ সাইনবোর্ড ও রেজিষ্টার খাতা বিতরণ করা হয়। পাশাপাশি উপকারভোগীদেরকে প্রদর্শনীর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসহ কিভাবে এর

রক্ষণাবেক্ষন করতে হবে সে সম্পর্কে দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

উপকরণ বিতরণের সময় উপস্থিত ছিলেন মোঃ রমজান আলী, প্রেসিডেন্ট পিএসকেএস, পলাশীপাড়া শাখার শাখা ব্যবস্থাপক এবং পলাশীপাড়া শাখার কর্মকর্তা ও কর্মচারীসহ সমন্বিত কৃষি ইউনিটের সকল কর্মকর্তাগন ।

মুজিবনগরে পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির স্বাস্থ্য ক্যাম্প অনুষ্ঠিত

মুজিবনগরে দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষে দরিদ্র্য পরিবার সমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি) কর্মসূচীর আওতায় স্বাস্থ্য ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) অর্থায়নে এবং পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস) আয়োজনে আজ বৃহস্পতিবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত উপজেলার মোনাখালী কমিউনিটি ক্লিনিক প্রাঙ্গনে তৃণমূল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে এই স্বাস্থ্য ক্যাম্প পরিচালিত হয়।

স্বাস্থ্য ক্যাম্পে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা মেডিসিন, গাইনী ও চক্ষু চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়।

স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করেন পলাশীপাড়া সমাজকল্যাণ সমিতির মেডিকেল অফিসার ডঃ তৌকিক আহমেদ, এছাড়াও একজন গাইনি স্পেশালিস্ট ও একজন চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তার চিকিৎসা সেবা প্রদান করে।

পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির আয়োজনে, স্বাস্থ্য সেবা ক্যাম্পে উপস্থিত ছিলেন, পলাশীপাড়া সমাজকল্যাণ সমিতির মোনাখালী শাখার সমৃদ্ধি কর্মসূচির সমন্বয়কারী মোহাম্মদ হাসানুজ্জামান।

এছাড়াও স্বাস্থ্য ক্যাম্পে পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, সমাজ উন্নয়নকর্মকর্তা ও স্বাস্থ্য পরিদর্শক

বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে জেলা আওয়ামী লীগের উন্নয়ন ও শান্তি সমাবেশ

মেহেরপুরের শহীদ শামসুজ্জোহা পার্কে জামায়াত-বিএনপির হরতাল, অবরোধ, অগ্নি সন্ত্রাস, নৈরাজ্য সৃষ্টির প্রতিবাদে ও স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষে জেলা আওয়ামী লীগের শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশ সম্পন্ন হয়েছে৷

আজ বৃহস্পতিবার (৯ নভেম্বর) বিকাল সোয়া ৪ টায় এই শান্তি সমাবেশ শুরু হয়। সমাবেশে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে মিছিল নিয়ে এসে যোগ দিয়েছেন। একপর্যায়ে শান্তিসমাবেশটি জনসমুদ্রে পরিণত হয়।

সমাবেশটি মুলত জামাত-বিএনপি’র নৈরাজ্যের প্রতিবাদে হলেও এর পাশাপাশি মেহেরপুর-১ সংসদীয় আসনের বর্তমান সংসদ সদস্য ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের বিরুদ্ধেও একাট্টা হয়েছেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সিনিয়র নেতৃবৃন্দ।

সমাবেশে সকল বক্তা তাদের বক্তব্যে দলের সিনিয়র নেতাদের অবমূল্যায়ন করা সহ নানা অভিযোগ এনে মেহেরপুর -১ সংসদীয় আসনে নৌকার মাঝি পরিবর্তনে দলীয় সভানেত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও সদর উপজেলা চেয়ারম্যান

অ্যাড, ইয়ারুল ইসলামের সভাপতিত্বে মেহেরপুর জেলা পরিষদের সাবেক প্রশাসক অ্যাডভোকেট ও জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশানের সঞ্চালনায় শান্তি সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সাবেক সংসদ সদস্য জয়নাল আবেদিন, জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও জেলা পরিষদের সাবেক প্রশাসক অ্যাড. মিয়াজান আলী, সহসভাপতি ও মুজিবনগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জিয়াউদ্দিন বিশ্বাস, জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আব্দুল মান্নান, জেলা আওয়ামী লীগের শিক্ষা ও মানবসম্পদ বিষয়ক সম্পাদক এবং আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রকাশনা উপ কমিটির সদস্য এম এ এস ইমন, যুবলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য জেমস স্বপন মল্লিক, মেহেরপুর পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন, মুজিবনগর উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান কামরুল হাসান চাদু, সদর উপজেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক ও পৌর কাউন্সিলর আল মামুন, জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি মফিজুর রহমান, সাবেক সাধারণ সম্পাদক জুয়েল রানা, যুবলীগের সদস্য সাজেদুল ইসলাম সাজু প্রমুখ।

মেহেরপুরে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন লেপ-তোষকের কারিগররা

ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে শীত। পুরোপুরি না হলেও পাওয়া যাচ্ছে শীতের আমেজ। আর শীতের আগমনে লেপ-তোষক তৈরিতে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন মেহেরপুরের লেপ-তোষক তৈরির কারিগররা।

শীত মৌসুমের কারিগররা ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন লেপ-তোষক বানানোর কাজে। ক্রেতাদের আনাগোনায় জমজমাট হয়ে উঠেছে লেপ-তোষককের দোকান গুলো। গতবছরের তুলনায় এবছর দাম তুলনামূলক বেশি হওয়ায় হিমশিম খাচ্ছেন ক্রেতারা। তুলার মূল্য বৃদ্ধির ভিত্তিতে লেপ-তোষকের দাম বৃদ্ধি পেলেও পারিশ্রমিক বৃদ্ধি হয়নি কারিগরদের।

কারিগররা জানান, গতবছরের তুলনায় লেপ-তোষকের দাম দ্বিগুন বৃদ্ধি পেলেও তাদের মুজুরি একই হয়েছে। দিনে ২ থেকে ৩ টা লেপ বা তোষক

বানিয়ে তারা ৫শ থেকে ৬শ টাকা আয় করেন।

বছরের প্রায় আট মাস অনেকটা অলস সময় কাটাতে হয় তাদের। অনেকেই ভিন্ন পেশায় নিয়োজিত হয়। শীতের আগমনী বার্তায় প্রতিদিনই লেপ-তোষক তৈরির অর্ডার বেড়েই চলছে বলে জানান তারা।

মেহেরপুর শহরের বেশ কয়েকটি লেপ-তোষক তৈরির দোকান ঘুরে জানা যায়, বর্তমান বাজারে লেপ তৈরিতে খরচ নেওয়া হচ্ছে ১ হাজার থেকে ১৫ শত টাকা এবং তোষক ১২ শত থেকে ২৫ শত টাকা পর্যন্ত।

মেহেরপুর শহরে লেপ-তোষকের দোকান শীতল বস্ত্রালয়ের স্বত্বাধিকারী মন্টু হোসেন বলেন, ক্রেতারা শীতের কথা মনে রেখে আগাম লেপ-তোষক বানাতে দিচ্ছেন। অর্ডার পেয়ে আমার কারিগররাও লেপ-তোষক বানাতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। একটি লেপ তৈরিতে একজন কারিগরের সময় লাগে দুই ঘণ্টা। এভাবে একজন কারিগর দিনে গড়ে তিন থেকে পাঁচটি লেপ তৈরি করতে পারে। একই ভাবে দিনে চার-পাঁচটি তোষক তৈরিতেও একই সময় ব্যয় হয়।

তিনি বলেন, তুলার দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় লেপ-তোষক, গদি তৈরিতে খরচ গত বছরের চেয়ে একটু বেড়েছে। শীতের তীব্রতা যতো বাড়বে বেচা-কেনা আরও জমবে বলে আশা করছেন তিনি।

গাংনীর কুতুবপুর স্কুল এন্ড কলেজে গভর্নিং বডির সভা অনুষ্ঠিত

কুতুবপুর পুর স্কুল এন্ড কলেজে গভর্নিং বডির সাথে শিক্ষকদের মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বুধবার সকাল ১০ সময় কুতুবপুর স্কুল এন্ড কলেজের সভাকক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সামনে ১০ম শ্রেনী ও দ্বাদশ শ্রেনীর বর্ড পরীক্ষা কে কেন্দ্র করে মত বিনিময় সভায় শিক্ষার্থী দের লেখা পড়ার মান উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা করা হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন কুতুবপুর স্কুল এন্ড কলেজের দাতা সদস্য, ও প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এবং কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদের সবেক চেয়ারম্যান হাজী মোঃ আমিনুল ইসলাম। গভর্নিং বডির সদস্য জিনারুল ইসলাম, চুন্নু মিয়া, খায়রুল ইসলাম, কল্পনা খাতুন। উপস্থিত ছিলেন কুতুবপুর স্কুল এন্ড কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাক্ষ হাফিজুল ইসলাম, সিনিয়র শিক্ষক আমজাদ হোসেন,মাঝারুল ইসলাম, ফিরোজা খাতুন,জয়নাল আবেদিন,আবু তাহের সিদ্দিকী, সহকারী শিক্ষক রেজাউর রহমান,লাভলু হোসেন,জুহিন আলী, নাজমুল হোসেন ইকলাছ সুমনা খাতুন পল্লবী সাহা সহ আরো শিক্ষক বৃন্দ।

এ সময় শিক্ষার মান উন্নয়ন নিয়ে শিক্ষকদের উদ্দেশ্য হাজী মোঃ আমিনুল ইসলাম জানান আগামী তে ছাত্র ছাত্রী দের রেজাল্ট ভালো করতে শিক্ষকদের সর্বচ্চ ভূমিকা পালন করতে হবে, শিক্ষক ও অবিভাবকের সাথে মাসিক সমন্বয় সভার আয়োজন করতে হবে। প্রতিটি শ্রেনীর শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি ১০০% নিশ্চিত করার চেষ্টা করতে হবে।জি পি এ ৫.০০ এর জন্য ভালো শিক্ষার্থীদের বাছাই করে অতিরিক্ত ক্লাস চালু করতে হবে,তাদের পিতা মাতার সাথে সার্বক্ষনিক যোগাযোগ রাখতে হবে।কারন ভালো গাইডলাইন না পেলে ভালো শিক্ষার্থীরাও ঝরে পড়তে হবে।শিক্ষকদের সফলতা তখনই হয় যখন প্রতিষ্ঠানের রেজাল্ট ভালো হয় কাজী আপনারা অনেক দায়িত্ববান শিক্ষক আমি জানি তবে শিক্ষার্থীদের কে আরো মোটিভেশন করে তাদের কে গড়ে তুলতে হবে।

এ বিষয়ে কুতুবপুর স্কুল এন্ড কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাক্ষ হাফিজুল ইসলাম বলেন আমরা এবারচেষ্টা করবো ১০০% পাশের হার নিশ্চিত করা।এবং জি পি এ ৫ এর হার আরো বৃদ্ধি করা।তবে এখানে আমার সকল সহযোদ্ধা শিক্ষকদের অগ্রনি ভূমিকা পালন করতে হবে।

এ বিষয়ে রেজাউর রহমান স্যার জানান ইতিমধ্যে আমাদের প্রতিষ্ঠানের সভাপতি কাথুলী ইউপি চেয়ারম্যান ও গভর্নিং বডির সভাপতি মিজানুর রহমান নির্দেশনা দেন টেস্ট পরীক্ষা তে কেউ একের অধিক সাবজেক্টে ফেল করলে তার বোর্ড পরীক্ষায় অংশ গ্রহন করতে দেওয়া হবে না।যদি দিতে হয় তাহলে সেই শিক্ষার্থীর অবিভাবক কে সাথে নিয়ে লিখিত দিতে হবে তবেই তাকে বোর্ড পরীক্ষায় অংশ গ্রহন করতে দেওয়া হবে। তাই আমরা সকল শিক্ষক ও কমিটেড আগামী তে শিক্ষার্থীদের রেজাল্ট ভালো করতে আমাদের ভূমিকা সবার উর্ধে থাকবে।

এ সময় সকল শিক্ষকদের সাথে পরামর্শ করে আগামী আরো কি কি উদ্যোগ